



38579 - যদি কারো বমি এসে যায় এবং অনচ্ছা সত্ত্বেও কিছু বমি পটেতে ভেতরে ফরিয়ে যায় সকেষতেরে রোযা নষ্ট হবে না

প্রশ্ন

আমি দুই মাসেরে গরভবতী। রমযান মাসে আমার বমি হয়। কখনও কখনও মাগরবিরে কিছু সময় আগেরে বমি হয়। কখনও কখনও আমি অনুভব করি য়ে, বমি আমার গলার ভেতরে ফরিয়ে যাচ্ছে। এর হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আলমেদেরে মাঝে এ ব্যাপারে কোন মতভদে নাই য়ে, ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা রোযা ভঙগরে কারণ। আর কারো যদি বমি এসে যায় তাহলে তার রোযা ভঙগ হবে না।[এটি উল্লেখ করেছেন আল-খাত্তাবী ও ইবনুল মুনযরি। দেখুন: আল-মুগনী (৪/৩৬৮)]

সুন্নাহ থেকে এর দললি হচ্ছে তরিমযি (৭২০)-এর সংকলতি আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণতি হাদসি: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তরি বমি এসে গেছে তার উপর কাযা নহে। আর য়ে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করছে তাকে কাযা পালন করতে হবে।"[আলবানী সহহিত তরিমযি গ্রন্থে হাদসিটকি সহহি আখ্যায়তি করেছেন]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমযিয়া "আল-ফাতাওয়া" গ্রন্থে (২৫/২৬৬) বলেন: আর বমি: যদি কটে নজি থেকে বমি করে তাহলে তার রোযা ভঙগে যাবে। আর যদি কারো বমি এসে যায় তাহলে তার রোযা ভঙগবে না।[সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায (রহঃ) কয়ে এমন ব্যক্তরি হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হয় রোযা অবস্থায় যার বমি হয়ে গেছে তাকে কী ঐ দিনেরে রোযার কাযা পালন করতে হবে?

জবাবে তিনি বলেন: তার উপর কাযা পালন নহে। য়ে ব্যক্তি নজি থেকে বমি করছে তাকে কাযা পালন করতে হবে। তিনি পূর্বকোক্ত হাদসি দিয়ে দললি দেন।[সমাপ্ত]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) কয়ে রমযান মাসে বমি করলে রোযা ভঙগবে কনি— এ সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হলে জবাবে তিনি বলেন: যদি কটে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তাহলে তার রোযা ভঙগে যাবে। আর যদি অনচ্ছাকৃতভাবে বমি এসে যায়



তাহলে রোগা ভাঙবে না। দলিলি হচ্চে আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিস। (তিনি পূর্ববোক্ত হাদিসটি উল্লেখ করেন।)

অতএব, যদি আপনার বমি হয়ে যায় তাহলে আপনার রোগা ভাঙবে না। এমনকি কটে যদি তার পাকস্থলিতে অস্বাভাবিকতা অনুভব করে এবং কিছু বরে হয়ে আসবে এমন অনুভব করে; সে ক্ষেত্রে আমরা কি বলব যে, সটোকো আটকিয়ে রাখা আপনার উপর ওয়াজবি? উত্তর: না। কিংবা সটোকো টেনে আনা? উত্তর: না। কিন্তু আমরা বলব: আপনি নিরিপক্ষে অবস্থান ননি। বমিকে টেনে আনবেন না; প্রতারণাও করবেন না। যদি আপনি বমিকে টেনে আনেন তাহলে আপনার রোগা ভাঙবে। যদি প্রতারণা করে রাখেন তাহলে আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে। যদি আপনার কোন তৎপরতা ছাড়া বমি বরে হয়ে আসে তাহলে আপনার স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হলে না এবং আপনার রোগাও নষ্ট হলে না।[সমাপ্ত]

দুই:

যদি বমির কিছু অংশ ব্যক্তির অনিচ্ছা সত্ত্বেও পটে চলে যায় তাহলে তার রোগা শুদ্ধ হবে। কেননা তার ইখতিয়ার ছাড়াই সটো চলে গেছে।

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছে: এমন রোগাদার সম্পর্কে যে ব্যক্তির বমি এসেছে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে সে বমি গিলে ফেলেছে— তার হুকুম কী?

জবাবে তারা বলেন: যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তাহলে তার রোগা নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি বমি চলে আসে তাহলে তার রোগা নষ্ট হবে না। অনুরূপভাবে যেহেতু অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি গিলে ফেলেছে তাই রোগা নষ্ট হবে না।[সমাপ্ত]